দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 20 SEP 2016
পৃষ্ঠা 8 কলাম 5

■ স্কুলছাত্রীকে কুপিয়ে হত্যা

সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে

বখাটের ছুরিকাঘাতে স্কুলছাত্রী রিশা হত্যাকাণ্ডের রেশ কাটতে না কাটতেই আবার মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার স্কুলছাত্রী একইভাবে হত্যার শিকার হয়েছে। নবম শ্রেণির এই ছাত্রীর নাম নিতু মণ্ডল। স্কুলে যাওয়া-আসার পথে প্রতিদিন নিতুকে উত্ত্যক্ত করত মিলন। প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায়ই তাকে হত্যা করে সে। নিতুর পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমাদের জানা নেই। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে– এ কোন সমাজব্যবস্থার মধ্যে আমাদের বাস, যেখানে মানুষ হারিয়ে ফেলছে তার স্বাভাবিক মানবিকবোধ! কেন মানুষ তার মনের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে, লোপ পাচ্ছে তার হিতাহিতজ্ঞান? কেবল নিতু বা রিশাই নয়, বখাটের উৎপাতে তাদের মতো আরও অনেকের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। অভিভাবকদের সময় কাটছে আতঙ্কের ভেতর দিয়ে। এমন সমাজ আমাদের কাম্য নয়। এই মৃত্যু আমাদের নারী-শিশুর নিরাপত্তার বিষয়টি নতুন করে প্রশ্নের সম্মুখীন করে। নারী সব সময়ই যেন নরখাদকদের সামনে অসহায় এক জীব। এই নির্মম আচরণ আমাদের নতুন করে ভাবায়। কোথায় আমাদের নিরাপদ জীবন, কোথায় শিশুর আপন নিবাস, কে দেবে তাদের নিশ্চিন্ত জীবনের আশ্বাস? এমন নিষ্ঠুর, অমানবিক মৃত্যু আমাদের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করে। এসব মৃত্যুর কোনো জবাব নেই। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে দাবি, অবিলম্বে ঘাতককে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক বিচারের আওতায় নিয়ে আসুন। স্কুলগুলোর সামনে নিরাপত্তা বাহিনীর পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আর কোনো নিতুকে যেন এমন নিদারুণ মৃত্যুবরণ করতে না হয়। মেয়েরা নির্ভয়ে চলাফেরা করবে– স্বাধীনতার এত বছর পরও আমরা কেন এমন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারলাম না। এই ব্যর্থতার দায় কি সমাজের প্রতিটি দায়িত্ববান মানুষের ওপরই বর্তায় না?

মেয়েরা নির্ভয়ে চলাফেরা করবে– স্বাধীনতার এত বছর পরও আমরা কেন এমন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারলাম না। এই ব্যর্থতার দায় কি সমাজের প্রতিটি দায়িত্ববান মানুষের ওপরই বর্তায় না